



চোখের পল্লবে ঘুম নামে

ঢোখের পল্লবে ঘুম নামে

খান মুহাম্মদ রুমেল



 অনিন্দ্য প্রকাশ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মাঘ ১৪৩০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪৩০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মোঃ মহিদুল ইসলাম
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ফ্রব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Cokher Pallaba Ghum Namea by Khan Muhammad Rumel

Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash

38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

2nd Print : February 2024

Price : 300.00

US \$ 10

ISBN 978 984 98478 3 0

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন

www.anindyaprokash.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৫৭১১১৯৬৬৬
www.rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
www.othoba.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
www.boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
www.boiferry.com/publisher/anindya-prokash/ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬৩৮১১২১১২
www.prothoma.com/anindyaprokash/অনিন্দ্য-প্রকাশ ফোনে অর্ডার করতে ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩

উৎসর্গ

মনি হায়দার

আমার কবিতা লেখায় যার প্রবল আপত্তি।

ভূমিকা

রাজধানীর বুকে আমার যাত্রা বিরতি! এই শহর দিয়েছে অনেক। অনেক আগে পদ্য লিখেছিলাম— এ শহর ছেড়ে আমি পালাবো কোথায়? আসলেই পালানো যায় কি? যায় না। পালিয়ে যাওয়া মানে তো পরাজয়। মানুষ পরাজিত হওয়ার জন্য জন্মায়নি। মানুষ জন্মেছে লড়াইয়ের জন্য। সুন্দরের চর্চার জন্য। তবু কেন মানুষের মনে পালাই পালাই ভাব! মানুষ আসলে কিসের খোঁজ করে জীবনভর! কোন বেদনা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় সামনে থেকে আরো সমানে এগিয়ে যাওয়ার। এমন আরো নানা ভাবনা থেকে লেখা কবিতারা মলাটবন্দি হয়েছে এখানে।

অনিন্দ্য প্রকাশ আবারও সঙ্গী হলো কবিতা যাত্রার। ধন্যবাদ জানাই।
ভালোবাসা নেবেন প্রিয় পাঠক।

খান মুহাম্মদ রুমেল

হাতিরপুল, ঢাকা।

khanmuhammadrumel@gmail.com

সূচিপত্র

আবদার	১১	৭০	প্রাচীন ন্যাপথলিন
পরের আপন	১২	৭১	সৃষ্টির ধ্বংসাবশেষ
নীলমেঘ আঁধার	১৩	৭২	বিয়ারের গ্লাসে যন্ত্রণা
অসহ্য মাঝরাত	১৪	৭৩	মন খারাপের ঘাস
উত্তরের পুরুষ	১৫	৭৪	দার্শনিক
ঘুম	১৬	৭৫	প্রভাত
কাছে থাকা দূরের তারা	১৭	৭৬	শুভ নববর্ষ
বর্ষাস্মৃতি	১৮	৭৭	সবটাই অঙ্গুরী
জাহাজের খবর	১৯	৭৮	শীতলের খোঁজ
ছাড়ছি শ্যামল	২০	৭৯	বাবু সায়েব
মেয়েটির জন্মদিন	২১	৮১	লালের উত্তাপ
মন জ্যামিতি	২২	৮২	আলোর দিব্যি
তারার আবেগ	২৩	৮৩	সময় যাত্রা
চাইলে যা	২৪	৮৪	সূর্যমুখী জীবন
বর্ষা-বকুল	২৫	৮৫	পৃষ্ঠাজুড়ে কান্না
কোনো এক বসন্তে	২৬	৮৬	তুমি এসো
পারতে চাই না	২৭	৮৭	ছায়া জীবন
আধিয়ার	২৮	৮৮	দিন যাত্রা
মৃতদের আকাশ	২৯	৮৯	বাংলাদেশের জন্মদিন
বৃষ্টির পথ	৩০	৯০	স্বপ্নথেকে অন্ধকার
সে তোমার পর	৩১	৯১	অনুসন্ধান
নাছোড় মায়া	৩২	৯২	নেশা ভালো না
থাকবো না যেদিন	৩৩	৯৩	জননী
নীলিমার নীতিমালা	৩৪	৯৪	গোলাপের গল্প
স্বরূপ	৩৫	৯৫	আমরা
অভিমানের ঔরস	৩৬	৯৬	নক্ষত্রের লোভ
প্রতিশোধ	৩৭	৯৭	মায়া শহর
আমার ছায়া	৩৯	৯৮	কথা
আয়নায় অন্ধকার	৪০	৯৯	নারী
বেদনা শেখা	৪১	১০০	আগুন
চোখের কোণের মায়া	৪২	১০১	আগুন জল
মৃত্যু	৪৩	১০২	বিষগ্ন নিম্ন
লালচে কমলা রঙ	৪৪	১০৩	নিষিদ্ধ মানুষ
মুক্ত বিহঙ্গ	৪৫	১০৪	রূপালি সকাল
		১০৫	ভালো না বাসা

প্রতিউত্তর	৪৬	১০৬	নকশা
প্রোলেতারিয়েতের বুর্জোয়া প্রেমিকা	৪৭	১০৭	আদিম নিঃসঙ্গতা
ফিলোসফি	৪৮	১০৮	অপরাধসমূহ
ঘুম	৪৯	১০৯	পক্ষপাতী আকাশ
কিছুটা কাল্পনিক	৫০	১১০	তোমার ক্ষমতা
লিফটের দরজা	৫২	১১১	এক বিকেলে
একাকীর জ্বর	৫৩	১১২	রাই নই
না পাওয়ার মানে	৫৪	১১৩	প্রজাপতির ডানা
বৃষ্টি ঝরে	৫৫	১১৪	বিপত্তি
বৃষ্টির নহর	৫৬	১১৫	কবি আর রাই
পাহাড়ের ভেতরে নদী	৫৭	১১৭	অবধারিত
ব্যথার মহামারি	৫৮	১১৮	কারণ
লাল সবুজ সাদা শাড়ি	৫৯	১১৯	বেঁচে থাকা
হ্যাংওভার	৬০	১২০	তোর দিবি
আশ্বাস	৬১	১২১	সুতীব্র অমানুষ
গুচ্ছ শব্দমালা	৬২	১২২	চাতক
গভীর চেতনা	৬৩	১২৩	আলো
যাতনা	৬৪	১২৪	বিচ্ছেদের শহর
মেয়েটা কী ভাবে	৬৫	১২৫	দণ্ডেরগাঁও
শূন্য আছে	৬৬	১২৬	আমার গাঁও
নীলাকাশে নীল শাড়ি	৬৭	১২৭	প্রিয়তমা নদী
মোহনা	৬৯	১২৮	অনিবার্য গন্ধম

আবদার

‘তোমার আবদার রাখতে না পারলে খুব কষ্ট হয় আমার!’
রাই বলেছিল এক ব্যস্ত দুপুরে।
এই তো মাত্র কিছুদিন আগে!
সেই থেকে কিছু চাইতাম না তার কাছে!
মিছেমিছি কষ্ট বাড়িয়ে কি লাভ?

এরপর কাটল কত কত সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা
এখন আমার কোনো চাওয়া নেই
রাইয়ের বুঝি কোনো কষ্টও নেই!
এদিকে সব যে ভেসে যায়
রাইকে না পাওয়ার বেদনায়!

অনেক দিন পর একটা দুপুর এলো দুর্দান্ত!
ঝলসানো রোদ, স্বচ্ছ পুকুর জল
আধপাকা তাল, কৌতূহলী কাঠবিড়াল!
ঝাঁঝির ডাক, শান্ত জলে মাছের ঘাই
অলস পড়ে থাকা সব!

আমার ইচ্ছে হলো বলি—
রাই, রোদে পুড়ি চলো
চলো বসে থাকি শীতল ছায়ায়
না হয় পা ডোবাই পুকুর জলে!
নিদেনপক্ষে একটুখানি হাঁটি তোমার পাশে!

বলা হয়নি কিছুই!
আবদার রাখতে না পারার কষ্ট বাড়িয়ে কি লাভ!
যাক, আমার সব ভেসে যাক!
তবুও...
আবদার রাখতে না পারার বেদনায় না পুড়ুক, রাই!

পরের আপন

একটুখানি থাকলে পাশে- জেগে উঠি
বাকিটা সময় তোমার শূন্যতায় বাঁচি!
জ্যামিতিক নিয়ম পাল্টায় না!
তোমাকে আমি পাই না!

তবু অপেক্ষায় থাকি-
যেমন থাকে প্রাচীন বটবৃক্ষ
ক্লান্ত পথিকের আশায়!

আদতে তুমি তো আমারই
একান্ত শীতল ছায়া!
ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠা
আদিম ব্যথা মনে করিয়ে দেয়
রাই অন্য কারো নয়,
দূরত্বে থেকে আমার হয়ে রয়!

নীলমেঘ আঁধার

রাতের শহরকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে
একদিন আকাশের তারা হয়ে যাবো!
গহিন আঁধারে খুঁজো না চাঁদনি পসর!

চুপ করে থেকেও ভালোবাসা যায়
ভালোবাসি না বলেও বাসা যায় ভালো!
জানি তুমি ভালোবাসো- নীরবতার নিয়মে!

শুধু মাঝে মাঝে স্বপ্ন জাগে, মন জুড়ে আমার
তোমাকে পাশে নিয়ে নীলমেঘ দেখার!

অনেক খুঁজি তোমায়
তুমি কই, শুধু দেখি রাতের আঁধার!

অসহ্য মাঝরাত

তুমুল তারুণ্য ভাসিয়ে দিয়েছি জলে
বাতাসে উড়িয়েছি সোনালি সময়ের আলো!
সীমাহীন অবহেলায় পুড়িয়েছি নিজেকে
সম্ভাবনার শরীরে সপাট লাথি মেরে খুলেছি ধ্বংসের দুয়ার!
নিদারুণ হেঁটে গেছি অমানিশার পথে!
কত রূপালি সকাল জমা দিয়েছি অপচয়ের পেটে!
বটের ছায়ায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে আরামদায়ক ভবিষ্যৎ!

বিনিময়ে মিছিলে ঘাম ঝরিয়েছি
শোণিতের সবটুকু এক করে ধরেছি স্লোগান—
প্রিয়তমার মুক্তি চাই!
এক জীবনের সব স্বপ্নের বিনিয়োগ উজাড় হয়েছে
জানা অজানা চেনা অচেনা পথেঘাটে!

তবুও উদ্ভাসিত হয়েছি— অকারণ আড্ডায় চায়ের কাপে!
সব হারিয়ে নিয়েছি কিনে
তোমাকে না পাওয়ার আজন্ম বেদনা!

আমি ভালো আছি
তুমিও ভালো থেকো, প্রিয়!
এক অসহ্য মাঝরাতে ফোন দেবো, ধরবে না জানি!
তবুও ভালো থেকো!

উত্তরের পুরুষ

আমি তো আসতে চাইনি
এই মৃত্যুর উৎসবে!
তার চেয়ে চেয়েছিলাম বরং
শোক শপথের আলাপ শুনব
যেমন শুনতাম প্রতিবার আপনার কাছে!

আপনার নিখর দেহ দেখব বলে কি
আমি মধ্যরাতে পাড়ি দিলাম শত মাইল পথ?
কথা তো এমন ছিল না!
কথা ছিল আবার লড়ব বুক পিঠে
বলব ভাতের কথা, সবুজ পাড় ছাপা শাড়ির কথা!
রোজিনা বেওয়ার অকাল প্রয়াত স্বামীটার কথা!

সেই যে এক শীত বিকেলে ডাকলে পরে
এসেছিলেন মেডিকেল মোড়ে
জ্যাকেট পরা কাঁপা শরীর আপনার
মুখে জড়ানো কথা!
অতি ব্যস্ত আমি দৌড়েছিলাম আপনাকে ফেলে।
তবু ভাবিনি চলে যাবেন অকালে!
এরপরও তো কত দেখা হলো আপনার সঙ্গে
কথা হলো উজাড় প্রাণে!
একটা গোটা শীত রাত আমরা কাটালাম
জোছনা আর কুয়াশা মাখামাখি করে!

কিন্তু কি হলো এবার?
কিছুই জানান না দিয়ে চলে গেলেন!
আর আমি মাঝরাতে তাড়া খাওয়া হরিণের মতো ছুটছি
আপনাকে একটু দেখব বলে!
দেখা তো হলো— আপনি কিছুই বললেন না!

বিদায় খুব করুণ, তাই না?
সারাটি দিন দেখুন কেমন কাঁদল
উত্তরের আকাশ বাতাস ধূলিকণা!

ঘুম

ঘুম কি তবে দমকা বাতাস-
হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়!
উড়িয়ে নেয়া স্বপ্ন কিছু
জড়িয়ে দেয় অন্যখানে?

ঘুমহীন আমার চোখ-
তোমার দেয়া স্বপ্ন বাঁচাই।
তোমার চোখ খোলা কেন?
কাজল চোখে কাকে আঁকো?
কার পথে চেয়ে থাকো?
কফির মগে ধোঁয়া ওড়াও!

কার লাগি নিশি জাগো রাই?